শিক্ষা যখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইঞ্জিন

লেখক: অধ্যাপক ড. কাজী আ. মান্নান | প্রকাশিত: 15 October 2026, 10:52 AM | বিভাগ: ফিচার

সিঙ্গাপুরের অর্থনৈতিক সাফল্য নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমরা সাধারণত তার আধুনিক অবকাঠামো, দক্ষ প্রশাসন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা কিংবা বিশ্বমানের বন্দর ও আর্থিক খাতের কথা বলি। কিন্তু এসব দৃশ্যমান সাফল্যের পেছনে যে অদৃশ্য শক্তিটি কয়েক দশক ধরে কাজ করছে, সেটি হলো মানুষকে অর্থনৈতিক সম্পদে রূপান্তর করার একটি পরিকল্পিত শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নব্যবস্থা।

সিঙ্গাপুরের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দেশটির সাফল্যের শিক্ষা এই নয় যে বেশি মানুষকে বেশি ডিগ্রি দিতে হবে। বরং শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে মানুষের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা উৎপাদনশীলতা, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা, উদ্ভাবন, কর্মসংস্থান এবং শেষ পর্যন্ত জাতীয় আয়ে রূপান্তরিত হয়। এই জায়গাতেই শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্কটি নতুনভাবে বোঝা প্রয়োজন।

শিক্ষা কি ব্যয়, নাকি অর্থনৈতিক বিনিয়োগ?

একটি রাষ্ট্র যখন বদ্যিালয় নর্মিাণ করে, শক্ষিক নয়িোগ দয়ে, বশ্বিবদ্যিালয় প্রতষ্ঠিা করে কংিবা কারগিরি প্রশক্ষিণে অর্থ ব্যয় করে, তখন হসিাবরে খাতায় সটেি সরকারি ব্যয়। কন্তিু দীর্ঘময়োদে সইে অর্থ যদি একজন মানুষকে অধকি দক্ষ, উৎপাদনশীল ও উদ্ভাবনী করে তোলে, তবে সটেি আর নছিক ব্যয় থাকে না; মানবসম্পদে বনিয়িোগ-এ পরণিত হয়। সঙি্গাপুর এই সত্যটি তার উন্নয়নরে একবোরে প্রাথমকি পর্যায়ইে উপলব্ধি করছেলি। ১৯৬৫ সালে স্বাধীন হওয়ার সময় দশেটরি বশিাল ভূখণ্ড, বপিুল খনজিসম্পদ কংিবা কৃষরি জন্য পর্যাপ্ত জমি ছলি না। প্রচলতি অর্থে প্রাকৃতকি সম্পদকে কন্দ্রে করে দ্রুত অর্থনতৈকি উন্নয়নরে সুযোগ ছলি সীমতি। তাই দশেটরি সামনে কার্যত একটি বড় সম্পদই ছলি-মানুষ। কন্তিু মানুষ নজিে থকেইে অর্থনতৈকি সম্পদ নয়। উপযুক্ত শক্ষিা, দক্ষতা, প্রযুক্তগিত জ্ঞান, কাজরে সংস্কৃতি এবং পরবির্তনরে সঙ্গে খাপ খাইয়ে নওেয়ার সক্ষমতা অর্জনরে মাধ্যমইে মানুষ কার্যকর মানবসম্পদে পরণিত হয়। সঙি্গাপুররে উন্নয়ন কৌশলরে অন্যতম মৌলকি বশৈষ্ট্যি ছলি এই রূপান্তর।

আগে অর্থনীতরি প্রয়োজন, তারপর সইে অনুযায়ী শক্ষিা

সঙি্গাপুররে শক্ষিাব্যবস্থার সবচয়েে গুরুত্বপূর্ণ বশৈষ্ট্যিগুলোর একটি হলো-দশেটি শক্ষিা এবং অর্থনতৈকি পরকিল্পনাকে দুটি বচ্ছিন্নি ক্ষত্রে হসিবেে দখেনে।ি অর্থনীতি যখন শ্রমনর্ভির শল্পিায়নরে দকিে এগয়িছে,ে তখন প্রয়োজন হয়ছেে মৌলকি শক্ষিা ও শল্পিরে উপযোগী কর্মী। উৎপাদনব্যবস্থা যখন ইলকেট্রনকিস ও উচ্চ মূল্যসংযোজনকারী উৎপাদনরে দকিে গছে,ে তখন কারগিরি শক্ষিা, প্রকৌশল ও বজ্ঞিানরে গুরুত্ব বড়েছে।ে পরবর্তী সময়ে অর্থনীতি যখন আর্থকি সবো, উন্নত উৎপাদন, জীবপ্রযুক্ত,ি তথ্যপ্রযুক্ত,ি ডজিটিাল সবো এবং জ্ঞাননর্ভির শল্পিরে দকিে অগ্রসর হয়ছে,ে তখন শক্ষিা ও প্রশক্ষিণ ব্যবস্থাকওে সইে পরবির্তনরে সঙ্গে সামঞ্জস্য করা হয়ছে।ে অর্থাৎ একটি ধারাবাহকি সম্পর্ক গড়ে উঠছে;ে

অর্থনীতরি ভবষি্যৎ চাহদিা প্রয়োজনীয় দক্ষতা চহ্নিতিকরণ শক্ষিা ও প্রশক্ষিণ দক্ষ মানবস৤পদ উৎপাদনশীলতা বনিয়িোগ ও উদ্ভাবন উচ্চতর আয়।

এখানে বাংলাদশেরে জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়ছে।ে আমরা কি শক্ষিার্থীদরে প্রথমে ডগ্রিি দচ্ছিি এবং পরে তাঁদরে চাকরি খুঁজতে বলছ?ি নাকি আগামী ১০-২০ বছরে বাংলাদশেরে অর্থনীতি কোন ধরনরে দক্ষতা চাইব,ে সটেি আগে নর্ধিারণ করে সইে অনুযায়ী শক্ষিার্থী তরৈি করছ?ি এই দুটি পদ্ধতরি মধ্যে পার্থক্যই ডগ্রিনর্ভির শক্ষিা ব্যবস্থা এবং অর্থনীতরি চাহদিানর্ভির মানবসম্পদ ব্যবস্থার পার্থক্য।

ডগ্রিরি সংখ্যা নয়, দক্ষতার অর্থনতৈকি মূল্য

বাংলাদশেে উচ্চশক্ষিার বস্তিার নঃিসন্দহেে একটি বড় অর্জন। বশ্বিবদ্যিালয়রে সংখ্যা বড়েছে,ে

উচ্চশকি্ষায় অংশগ্রহণ বড়েছে এবং পরবিারগুলোর মধ্যে বশি্ববদি্যালয় ডগি্ররি আকাঙ্ক্ষাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পয়েছে। কনি্তু এখানইে আমাদরে একটি কঠনি প্রশ্ন করতে হবে-একটি ডগি্ররি অর্থনীততি কতটা মূল্য সৃষ্টি করছ? একজন শকি্ষার্থী চার বছর বশি্ববদি্যালয়ে পড়লনে এবং একটি সনদ পলেনে; কনি্তু তাঁর অর্জতি জ্ঞান যদি শ্রমবাজাররে প্রয়োজনরে সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, যদি তনিি প্রযুক্তি ব্যবহার করতে না পারনে, সমস্যা সমাধান করতে না পারনে, নতুন কছিু সৃষ্টি করতে না পারনে কংিবা প্রতষি্ঠানরে উৎপাদনশীলতায় দৃশ্যমান অবদান রাখতে না পারনে, তাহলে ডগি্ররি সামাজকি মূল্য থাকলওে তার অর্থনতৈকি মূল্য সীমতি হয়ে যতেে পার। সঙি্গাপুররে শকি্ষা দর্শন থকেে তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ শকি্ষা পাওয়া যায়-শকি্ষার সমাপ্তি শুধু সনদ অর্জনে নয়; এর প্রকৃত পরণিতি সক্ষমতা অর্জন। অর্থাৎ শকি্ষার চূড়ান্ত ফল শুধু সনদ নয়, সক্ষমতা।

কারগিরি শকি্ষাকে দ্বতিীয় শ্রণেরি শকি্ষা ভাবলে চলবে না

সঙি্গাপুররে অভজ্ঞিতার আরকেটি গুরুত্বপূর্ণ দকি হলো কারগিরি ও বৃত্তমিূলক শকি্ষা (টকেনকি্যাল অ্যান্ড ভকশেনাল এডুকশেন অ্যান্ড ট্রনেংি- টভিইিটি) -এর অবস্থান। আমাদরে সমাজে এখনও অনকে ক্ষত্রেে এমন ধারণা রয়ছেে যে সবচয়েে মধোবী শকি্ষার্থী বশি্ববদি্যালয়ে যাবে এবং যাঁরা সখোনে যতেে পারবে না তাঁরা কারগিরি বা বৃত্তমিূলক শকি্ষায় যাব। ফলে কারগিরি শকি্ষা অনকে সময় শকি্ষার্থীর প্রথম পছন্দরে পরবির্তে বকিল্প পথ হসিবে বিবিচেতি হয়। আধুনকি অর্থনীতি কনি্তু এভাবে কাজ করে না। উন্নত উৎপাদন, স্বয়ংক্রয়ি ব্যবস্থা, রোবটপ্রযুক্তি, ইলকেট্রনকিস, সরবরাহব্যবস্থা, নর্িমাণপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি কংিবা ডজিটিাল সবোয় শুধু বশি্ববদি্যালয় ডগি্রধিারী নয়, প্রয়োজন উচ্চ দক্ষতাস□পন্ন কারগিরি কর্মী ও প্রযুক্তবিদি। সঙি্গাপুররে কারগিরি শকি্ষা ইনস্টটিডিউট (ইনস্টটিডিউট অব টকেনকি্যাল এডুকশেন-আইটইি) এবং পলটিকেনকি ব্যবস্থা এই বাস্তবতার ওপর দাঁড়য়িে বকিশতি হয়ছে। শকি্ষার বভিনি্ন পথরে সঙ্গে শ্রমবাজার ও শলি্পরে বাস্তব চাহদিার সংযোগ তরৈরি চষ্টো সখোনে সুস্পষ্ট। বাংলাদশে যদি দ্রুত শলি্পায়ন, রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং প্রযুক্তগিত উন্নয়ন চায়, তাহলে আমাদরেও প্রশ্ন করতে হবে-আমাদরে কারগিরি ও বৃত্তমিূলক শকি্ষা কি ভবষি্যৎ বাংলাদশেরে শলি্পনীতি ও প্রযুক্তগিত পরবির্তনরে সঙ্গে যথষ্টে সংযুক্ত?

শকি্ষকই শকি্ষা সংস্কাররে কন্দে্র

শকি্ষাক্রম পরবির্তন করা তুলনামূলক সহজ। নতুন বই লখো যায়, নতুন বষিয় যোগ করা যায়, নতুন ভবন নর্িমাণ করা যায়। কনি্তু শ্রণেকিক্ষে একজন দক্ষ শকি্ষক ছাড়া এসব পরবির্তনরে অনকেটোই প্রত্যাশতি ফল দতিে পারে না। সঙি্গাপুর শকি্ষকতার মান, শকি্ষক প্রস্তুতি এবং ধারাবাহকি পশোগত উন্নয়নকে গুরুত্ব দয়িছে। এখানওে বাংলাদশেরে জন্য বড় শকি্ষা রয়ছে। আমরা শকি্ষা সংস্কার নয়িে আলোচনা করতে গয়িে প্রায়ই শকি্ষাক্রম, পরীক্ষা, অবকাঠামো ও প্রযুক্তি নয়িে কথা বল। কনি্তু একটি প্রশ্ন তুলনামূলক কম গুরুত্ব পায়-যনিি শকি্ষার্থীকে শখোবনে, সইে শকি্ষকরে নজিরে জ্ঞান ও

দক্ষতা কত দ্রুত হালনাগাদ হচ্ছে? বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) যুগে দশ বছর আগের জ্ঞান দিয়ে আগামী দশ বছরের শিক্ষার্থী তৈরি করা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষক উন্নয়নকে বিচ্ছিন্ন বা মাঝেমধ্যে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ হিসেবে না দেখে ধারাবাহিক পেশাগত শিক্ষা ও উন্নয়নব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় শুধু ডিগ্রি দেওয়ার প্রতিষ্ঠান নয়

একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব শুধু শিক্ষার্থী ভর্তি করা, ক্লাস নেওয়া, পরীক্ষা নেওয়া এবং সনদ দেওয়া হতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করতে হবে, গবেষণাকে বাস্তব সমস্যার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, শিল্পের সঙ্গে কাজ করতে হবে এবং নতুন প্রযুক্তি, নতুন ব্যবসায়িক কাঠামো ও নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে ভূমিকা রাখতে হবে। সিঙ্গাপুরের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা পরিবেশের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন এবং শিল্পের মধ্যে সংযোগ তৈরির প্রচেষ্টা। বাংলাদেশেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন পরবর্তী প্রশ্ন হওয়া উচিত- আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কতগুলো ডিগ্রি দিচ্ছে, তার পাশাপাশি তারা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কতটুকু নতুন জ্ঞান, প্রযুক্তি, উদ্ভাবনের স্বত্ব (প্যাটেন্ট), নতুন উদ্যোগ (স্টার্টআপ), নীতিগত সমাধান এবং দক্ষ মানবস□পদ যোগ করছে? বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্যের সূচক শুধু স্নাতকের সংখ্যা হলে শিক্ষাব্যবস্থার একটি বড় অংশ অর্থনীতির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন থেকে যেতে পারে।

একটি ডিগ্রি দিয়ে পুরো কর্মজীবন নয়

বিশ্ব অর্থনীতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, রোবটপ্রযুক্তি, উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং ডিজিটাল মঞ্চ অনেক পেশার চরিত্র পরিবর্তন করছে। আজ একজন শিক্ষার্থী যে দক্ষতা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হচ্ছেন, তার একটি অংশ হয়তো পাঁচ বা দশ বছরের মধ্যে অপ্রচলিত হয়ে যাবে। সিঙ্গাপুরের স্কিলসফিউচার উদ্যোগের অন্তর্নিহিত দর্শন এখানেই গুরুত্বপূর্ণ- স্নাতক হওয়ার সঙ্গে শেখার সমাপ্তি ঘটে না। অর্থাৎ শিক্ষার একটি শেষ তারিখ নেই। বাংলাদেশেও আমাদের শিক্ষা ধারণাকে বিদ্যালয় □ কলেজ □ বিশ্ববিদ্যালয় □ চাকরি এই সরল রেখা থেকে বের করে আনতে হবে। তার পরিবর্তে প্রয়োজন;

শিক্ষা □ কর্মসংস্থান □ পুনঃদক্ষতা অর্জন □ কর্মসংস্থান □ দক্ষতা উন্নয়ন □ উদ্ভাবন □ আজীবন শিক্ষা মানুষ তাঁর কর্মজীবনে বারবার শিখবে, দক্ষতা পরিবর্তন করবে এবং নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেকে অভিযোজিত করবে।

শিক্ষা থেকে জাতীয় আয়-সংযোগটি কোথায়?

এই আলোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্ভবত এটিই। শুধু শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বাড়লেই একটি দেশ

ধনী হয় না। শিক্ষাকে কয়েকটি মধ্যবর্তী ধাপ অতিক্রম করে অর্থনৈতিক সম্পদে পরিণত হতে হয়।

মানসম্মত শিক্ষা প্রাসঙ্গিক জ্ঞান ও দক্ষতা কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সক্ষমতা শ্রম উৎপাদনশীলতা প্রযুক্তি গ্রহণ ও উদ্ভাবন উচ্চ মূল্যসংযোজনকারী শিল্প রপ্তানি ও বিনিয়োগ সক্ষমতা উচ্চতর আয় জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

অর্থাৎ শিক্ষা খাতে ব্যয় এবং মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাঝখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেতুটি হলো উৎপাদনশীলতা। একজন মানুষের শিক্ষার কারণে যদি তাঁর উৎপাদনশীলতা না বাড়ে, তাহলে, শিক্ষার অর্থনৈতিক প্রতিদান সীমিত থাকবে। আর লক্ষ লক্ষ মানুষের উৎপাদনশীলতা বাড়লে সেটিই সামগ্রিকভাবে দেশের উৎপাদন, আয় এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় প্রতিফলিত হতে পারে। এই জায়গাটিই বাংলাদেশের শিক্ষানীতিতে আরও বেশি গুরুত্ব পাওয়া প্রয়োজন।

সিঙ্গাপুরকে অনুকরণ নয়, নীতিটি বুঝতে হবে

এখানে সতর্ক থাকা জরুরি। সিঙ্গাপুর এবং বাংলাদেশ এক নয়। সিঙ্গাপুর একটি ছোট নগররাষ্ট্র; বাংলাদেশের রয়েছে প্রায় ১৭ কোটির বিশাল জনগোষ্ঠী, বৃহৎ গ্রামীণ অর্থনীতি, ভিন্ন প্রশাসনিক কাঠামো এবং ব্যাপক আঞ্চলিক ও সামাজিক বৈচিত্র্য। তাই সিঙ্গাপুরের মডেল সরাসরি বাংলাদেশে

অনুলিপি করা বাস্তবসম্মত নয়। কিন্তু সিঙ্গাপুরের মূল নীতি থেকে শিক্ষা নেওয়া সম্ভব। আর সেই নীতি হলো-শিক্ষানীতি এবং অর্থনৈতিক নীতিকে একই ভবিষ্যৎ লক্ষ্য সামনে রেখে পরিচালনা করা। বাংলাদেশ যদি অর্ধপরিবাহী প্রযুক্তি (সেমিকন্ডাক্টর), ইলেকট্রনিকস, ওষুধশিল্প, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, সরবরাহ ও পরিবহনব্যবস্থা, পরিবেশবান্ধব শিল্প, উন্নত বস্ত্রশিল্প কিংবা জ্ঞানভিত্তিক সেবায় আগামী দুই দশকে শক্তিশালী হতে চায়, তাহলে আজকের শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনায় সেই ভবিষ্যতের প্রতিফলন থাকতে হবে। কারণ ২০৪১ সালের কর্মশক্তি ২০৪১ সালে তৈরি করা যাবে না। তাদের একটি বড় অংশ আজই আমাদের স্কুল, কলেজ, পলিটেকনিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে।

বাংলাদেশের জন্য সাতটি শিক্ষা

সিঙ্গাপুরের অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের জন্য কয়েকটি মৌলিক নীতিগত শিক্ষা পাওয়া যায়। প্রথমত, শিক্ষা পরিকল্পনাকে জাতীয় অর্থনৈতিক ও শিল্প কৌশলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষাক্রমকে ডিগ্রিকেন্দ্রিক না রেখে দক্ষতা ও সক্ষমতাকেন্দ্রিক করতে হবে। তৃতীয়ত, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে মর্যাদাপূর্ণ এবং শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত কর্মজীবনের পথ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। চতুর্থত, শিক্ষক উন্নয়নকে ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের অংশ করতে হবে। পঞ্চমত, বিশ্ববিদ্যালয়-শিল্প-সরকার সহযোগিতা বাড়িয়ে গবেষণাকে উদ্ভাবন ও বাণিজ্যিক প্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

ষষ্ঠত, কৃত্রমি বুদ্ধমিত্তা, উপাত্ত, ডজিটিাল প্রযুক্তি এবং উদীয়মান প্রযুক্তকিে সব শাখার শক্ষিার্থীর ভবষি্যৎ কর্মদক্ষতার অংশ হসিবেে দখেতে হব।ে সপ্তমত, আজীবন শক্ষিা, পুনঃদক্ষতা অর্জন এবং দক্ষতা উন্নয়নরে একটি জাতীয় পরবিশে গড়ে তুলতে হব।ে এসবরে কন্দ্রেবন্দিুতে একটি প্রশ্নই থাকতে হবে-আমরা কতজন স্নাতক তরৈি করছ,ি সটেি নয়; আমরা কতজন অর্থনতৈকিভাবে সক্ষম মানুষ তরৈি করছ?ি

বাংলাদশেরে সবচয়েে বড় স□পদও মানুষ

বাংলাদশেরে প্রাকৃতকি সম্পদ সীমতি হতে পার,ে কন্তিু আমাদরে রয়ছেে বপিুল জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠীকে আমরা প্রায়ই আমাদরে শক্তি হসিবেে বর্ণনা কর।ি কন্তিু জনসংখ্যা নজিে থকেইে জনমতিকি লভ্যাংশ (ডমেোগ্রাফকি ডভিডিনে্ড) নয়। অদক্ষ জনগোষ্ঠী অর্থনতৈকি চাপ সৃষ্টি করতে পার;ে দক্ষ ও উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠীই প্রকৃত জনমতিকি লভ্যাংশ। এখানইে সঙি্গাপুররে অভজ্ঞিতা বাংলাদশেরে জন্য সবচয়েে প্রাসঙ্গকি। সঙি্গাপুর আমাদরে শখোয় যে একটি দশেরে শক্ষিাব্যবস্থার সাফল্য শুধু কতজন স্কুলে গল,ে কতজন বশ্বিবদ্যিালয়ে ভর্তি হলো কংিবা কতজন ডগ্রিি পলে-এসব দয়িে বচিার করলে চলবে না। শষে পর্যন্ত দখেতে হবে সইে শক্ষিা মানুষরে উৎপাদনশীলতা কতটা বাড়য়িছে,ে প্রযুক্তি ব্যবহাররে সক্ষমতা কতটা সৃষ্টি করছ,ে উদ্ভাবন কতটা উৎসাহতি করছে এবং জাতীয় অর্থনীততিে কতটা নতুন মূল্য সংযোজন করছ।ে বাংলাদশে ইতোমধ্যে শক্ষিার বস্তিারে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করছ।ে এখন প্রয়োজন বস্তিার থকেে রূপান্তররে দকিে যাওয়া-সংখ্যা থকেে মান,ে সনদ থকেে সক্ষমতায় এবং শক্ষিা থকেে উৎপাদনশীলতায়। সঙি্গাপুররে সাফল্যরে সবচয়েে বড় শক্ষিা তাই হয়তো কোনো নর্দিষ্টি বশ্বিবদ্যিালয়, শক্ষিাক্রম বা শক্ষিা প্রকল্প নয়। শক্ষিা হলো একটি দশেরে দীর্ঘময়োদি অর্থনতৈকি কৌশলরে অংশ-এই উপলব্ধ।ি

আমাদরেও এখন প্রশ্ন করার সময় এসছে:ে আমরা কি শুধু শক্ষিতি জনগোষ্ঠী তরৈি করতে চাই, নাকি এমন মানবস□পদ তরৈি করতে চাই যাঁরা বাংলাদশেরে অর্থনীতকিে পরবর্তী স্তরে নয়িে যাব?ে যদেনি আমাদরে শক্ষিাব্যবস্থার প্রতটিি স্তরে এই প্রশ্নরে উত্তর স্পষ্ট হব,ে সদেনি শক্ষিা আর শুধু একটি সামাজকি খাত থাকবে না-শক্ষিাই হয়ে উঠবে বাংলাদশেরে অর্থনতৈকি উন্নয়নরে সবচয়েে শক্তশিালী ইঞ্জনি।

© 2026 আপনার নউিজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষতি।
এই প্রতবিদেনটি আমাদরে ওয়বেসাইট থকেে ডাউনলোড করা হয়ছে।ে